আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

31 MAY 2025 **7:45—7:55 PM IST**

==========

১) টানা বৃষ্টিপাতে কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানের নীচু এলাকা জলমগ্ন/ ভূঁয়ো খবর ঠেকাতে কড়া বার্তা জেলা প্রশাসনের/

২) শিলচর শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা কৃত্রিম বন্যার কবলে/

৩) শিলচর সহ ডিব্রুগড় ও উত্তর লক্ষিমপুরে বিমান সংযোগ বৃদ্ধি করতে ইন্ডিগো বিমান সেবা কর্তৃপক্ষের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান ।

এবং

৪) কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের , ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের সহযোগিতায় আগামীকাল জনঔষধি কেন্দ্র অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা কর্মসূচি চালু ।

মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্তবিশ্ব শর্মা আজ ইন্ডিগো বিমান সেবা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্যে বিমান সংযোগ সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনায় মিলিত হন । মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার সময় বিমান সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানটিকে শিলচর সহ ডিব্রুড় এবং উত্তর লক্ষিমপুরে বিমান সংযোগয় বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান । বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিগো ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছে বলে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন । তিনি বলেন যে এখন থেকে ডিব্রুগড় থেকে দিল্লী অভিমুখী ইন্ডিগো বিমানটি গৌহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করবে । এর মাধ্যমে সকাল বেলায় রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে দেশের রাজধানীর সংযোগ স্থাপন করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন । গৌহাটি-শিলচর বিমানের সূচি পরিবর্তন করে সকালের দিকে বিমান সেবা প্রদান করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন ।

বর্তমানের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে জেলার জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কাছাড়ের জেলা প্রশাসন বেশকয়েকটি কঠোর এবং দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । জেলা আয়ুক্ত ও জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মৃদুল যাদবের নেতৃত্বে এই পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়িত করা হচ্ছে । সম্প্রতি কাছাড় জেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলাকালীন সামাজিক মাধ্যমে ভূয়ো, বিভ্রান্তিকর এবং যাচাই না করে তথ্য প্রচারের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, যা জনমনে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে । এবং তা পাশাপাশি প্রশাসনের সমন্বিত ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যকে ব্যহত করছে । এর পরিপ্রেক্ষিতেদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন- ২০০৫ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসন সামাজিক মাধ্যমে ভূয়ো বা যাচাই না করা তথ্য প্রচারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে । ওয়াট্স এ্যাপ, ফেসবুক, ইউ টিউব সহ যেকোনো ডিজিট্যাল মাধ্যমে এধরণের তথ্য ছড়ানো হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । এই আদেশ কার্যকর করতে কাছাড় জেলার পুলিশ সুপারকে সাইবার সেল এবং অন্যান্য নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । এছাড়া জনসাধারণকে শুধুমাত্র প্রশাসনের নির্ভরযোগ্য ও সরকারি তথ্যসূত্র থেকে তথ্য গ্রহণ করতে বলা হয়েছে । সন্দেহজনক কোনো তথ্য নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকরবর্তী থানায় বা জেলার কন্ট্রোল রুমে রিপোর্ট করার আহ্বান জানানো হয়েছে । এই সংক্রান্ত যোগাযোগের নম্বর হচ্ছে- ০৩৮৪২-২৩৯২৪৯/০৩৮৪২-২৩৪০০৫ । এবং মোবাইল নম্বর হচ্ছে- ৯৪০১৬-২৪১৪১ ।

এদিকে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের জারি করা সতর্কতা এবং একটানা ভারী বৃষ্টিপাতের পরিপ্রেক্ষিতে কাছাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা, বিশেষ করে শিলচর শহরের নীচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকেছে । এবং বন্যার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে । বরাক নদীর জলস্তর ক্রমে বেড়ে চলায় অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে । কাছাড় জেলার জনসাধারণকে অনাবশ্যক যাতায়াত পরিহার করা, বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখা, গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র উচ্চস্থানে সরিয়ে রাখা, শুকনো খাবার, পানীয় জল এবং ওষুধপত্র সহ জরুরি কিট প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলির বাসিন্দাদের জন্য সম্ভাব্য স্থানান্তর বা উদ্ধারের বিষয়ে আগাম প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে ।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়েছে যে- সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং শিলচর পৌরসভা সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবিলায় ২৪ ঘণ্টা কাজ চলছে । এই সংক্রান্ত সরকারি তথ্যের জন্য জেলার কন্ট্রোল রুম অথবা ই-মেল ddma-

cachar@assam.gov.in এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে । জনস্বার্থে জারি করা এই নির্দেশ ও পরামর্শ অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে ।

এদিকে আমাদের আকাশবাণীর সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে- গত তিনদিন ধরে টানা মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্থানে জলবন্দী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । বরাক নদী সহ জেলার অন্যান্য উপনদীগুলির জল বাড়তে শুরু করেছে। আজ সকাল থেকে অন্নপূর্ণাঘাটে বরাক নদীর জল প্রতি ঘন্টায় ১০ থেকে ১২ সেন্টিমিটার করে বাড়ছে বলে জলসম্পদ বিভাগ জানিয়েছে । শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী- আজ সন্ধ্যে ছ'টায় বরাক নদীর জলস্তর ছিল- ১৬ দশমিক ৯-৬ মিটার । এখানে নদীর বিপদ সূচক চিহ্ন হচ্ছে- ১৯ দশমিক ৮-৩ মিটার । এদিকে গুয়াহাটির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে জারি করা পূর্বাভাসে আগামীকালও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে ।

এদিকে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে শিলচর শহরের বিভিন্ন এলাকায় কৃত্রিম বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন ।

বাইট

অন্যদিকে কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব, জেলার জলসম্পদ বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার কে. জামান এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে কাছাড় জেলার কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ এবং এসবের প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেছেন । তিনি বরাক নদীর তীরবর্তী বেতুকান্দি, বেরেঙ্গা নাথপাড়া এবং সংলগ্ন এলাকাগুলি পরিদর্শন করে মাটির ক্ষয়রোধে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন । এছাড়া লোকনির্মাণ বিভাগের দ্বারা বর্তমানে চলতে থাকা সড়ক সংস্কারের কাজগুলিও পরিদর্শন করেন ।

এদিকে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে হাইলাকান্দি জেলায় প্রবাহিত উপনদীগুলির জলও বাড়তে শুরু করেছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ এক বৈঠক অনুসঠিত হয়েছে । বৈঠকে পৌরহিত্য করে জেলা আয়ুক্ত নিসার্গ হিভারে গৌতম গত বছরের বন্যার পর মেরামত করা তসলা, ওয়াঙখাইলঙকাই, গুলেরপার সহ অন্যান্য স্পর্শকাতর স্থানের নদীবাঁধগুলির উপর ২৪ ঘন্টা নিবিড়

পর্যবেক্ষণ রাখতে জলসম্পদ বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । বৈঠকে নদীর জল বাড়লে জলবন্দী মানুষকে উদ্ধার করতে এস ডি আর এফ'এর ইঞ্জিন চালিত নৌকো সহ দেশি নৌকো প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য মজুত রাখতেও বলা হয়েছে । বৈঠকে জেলার সব সার্কেল অফিসারকে তাদের আওতাধীন ত্রাণকেন্দ্রগুলির সুযোগ সুবিধা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে । আলগাপুরের সার্কেল অফিসারকে পাঁচগ্রামের নদীভাঙন কবলিত জাতীয় সড়কের যান চলাচলের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

এদিকে জেলার সবকটি রাজস্ব চক্রে আজ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । এছাড়া আজ জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ভ্রাম্যমান মাইকযোগে ভূমিধ্বস থেকে জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে এবং সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য জেলা জুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ।

এদিকে আজ বিকেল তিনটা নাগাদ হাইলাকান্দি রাজস্ব চক্রের অর্ন্তগত বালিকান্দি গ্রান্ট এলাকায় ভূমিধ্বস হওয়ায় ৪০জন লোককে বালিকান্দি শিশুকল্যাণ এল পি স্কুলে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে । এরমধ্যে দশজন শিশুও রয়েছে । তবে এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর নেই ।

অন্যদিকে হাইলাকান্দির অভিভাবক মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল আগামী সোমবার হাইলাকান্দি আসছেন । তিনি ঐদিন বেলা আড়াইটায় জেলা আয়ুক্তের সভাকক্ষে সম্ভাব্য বন্যার প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন ।

আমাদের হাইলাকান্দি সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে- ভারী বৃষ্টির ফলে হাইলাকান্দি শহরেও কৃত্রিম বন্যার সৃষ্টি হয়েছে । গত ২৪ ঘন্টায় হাইলাকান্দি জেলায় ৬৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে । হাইলাকান্দির সিভিল হাসপাতালের বিভিন্ন কক্ষে জল প্রবেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে ও পি ডি এবং ড্রেসিং রুম স্থানান্তরিত করা হয়েছে ।

মিজোরামের বিভিন্ন স্থানে একাধিক ভূমিধ্বসের ঘটনায় কম করে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে । গত ৩ দিন ধরে মিজোরামে অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভূমিধ্বস হচ্ছে । ইন্দো-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে ভাফাই গ্রামে আজ সকালে ভূমিধ্বসে ৩ জন লোকের মৃত্যু হয় । এ ঘটনায় একই পরিবারের ২ জন মহিলা এবং ১ জন পুরুষ নিহত হয়েছেন । অন্যদিকে রাজ্যের সারচিপ জেলায় আজ সকালে ভূমিধ্বসের ফলে আরো এক ব্যাক্তি নিহত হয়েছেন । এদিকে মিজোরামের লংতলাই জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ধ্বস পড়ায় ১টি হোটেল সহ ৬টি বাড়ি ভেঙ্গে পড়ায় ১

জন নিহত হয়েছেন এবং এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেই উদ্ধার অভিযান দ্রুত গতিতে চলছে । আমাদের আইজলের সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে সরচিপ-আইজল সংযোগকারী জাতীয় সড়কে একটি বড় ধরণের ভূমিধ্বসের ফলে ইতিমধ্যেই ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে ।

তামাকমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তুলার লক্ষ্যে আজ আসামের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে বরাক উপত্যকায়ও তামাক বিরোধী দিবস পালন করা হয় । এই উপলক্ষে শিলচর ক্যান্সার সেন্টার , আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশন এবং কাছাড় জেলা এন-সি-ডি সেলের সহযোগিতায় আজ বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে বিশ্ব তামাক বিরোধী দিবস পালন করা হয় । এই কার্যসূচির অংশ হিসেবে আজ সকালে শিলচর ক্যান্সার সেন্টার প্রাঙ্গন থেকে তামাক মুক্ত জীবন গড়ে তোলর আবেদন জানিয়ে লেখা বিভিন্ন শ্লোগানর প্লে-কার্ড হাতে নিয়ে একটি র‍্যালী শহরের বিভিন্ন সড়ক পরিক্রমা করে । কার্যসূচির অংশ হিসেবে শিচর ক্যান্সার সেন্টার প্রাঙ্গনে বেশ কিছু তামাক জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় ।

পরে সেন্টারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত একটি সচেতনতা সভায় শিলচর মেডিকেল কলেজের সুপারিনটেন্ডেন্ট ডা: বিশ্বজিৎ ঘোষ , ডা: ফুল কুমারী তালুকদার , ডা: রতনা চক্রবর্তী প্রমুখ প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন ।

কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয় , ফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগের সহযোগিতায় আগামীকাল জনঔষধি কেন্দ্র অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করবে । ১৫ দিনব্যাপী এই কর্মসূচির অধীনে দেশের প্রতিটি জেলায় ৫টি জনঔষধি কেন্দ্রে ৫ জন করে যুব স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা হবে । এই স্বেচ্ছাসেবকরা দৈনন্দিন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান , ওষুধ ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনায় সহায়তা এবং জেনেরিক ওষুধ ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা প্রচারে অংশ গ্রহণ করবেন । জন ঔষধি কেন্দ্রগুলিতে যুব স্বেচ্ছা সেবকদের যুক্ত করার মাধ্যমে এই কর্ম-সূচি হাতে কলমে শেখার সুযোগ করে দেওয়ার পাশা পাশি সেবা , শৃঙ্খলা ও সমাজমুখী পেশাদারিত্বের মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হবে । এই উদ্যোগ যুব উন্নয়ন এবং জনস্বাস্থ্য প্রসারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরী করবে এবং একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি প্রকল্পের সম্প্রসারণ ঘটাবে ।